NOV. 17 2001

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪.....

যুগান্তর

বঙ্গবন্ধু মেডিকেল ভার্সিটির অচলাবস্থা কাটেনি

যুগান্তর রিপোর্ট

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অচলাবস্থা কাটেনি। আন্দোলনরত চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী ও নার্সরা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার, উপ-রেজিস্ট্রার ও হাসপাতাল সুপারকে আজ থেকে অফিসে আসতে নিষেধ করে দিয়েছে। এদিকে উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মাহমুদ হাসান ক্যাম্পাসে যাচ্ছেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ে বিরাজমান অচলাবস্থা নিরসনে সরকার নতুন উপাচার্য ও উপ-উপাচার্য নিয়োগ করতে পারে বলে জানা গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তন করে আবার পিজি হাসপাতাল করার দাবির বিষয়ে সরকার এখনও কোন সিদ্ধান্ত নেয়নি।

আন্দোলনরত কর্মচারীদের বড় দাবি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তন করে পুনরায় আইপিজিএমআর বা পিজি হাসপাতাল নামকরণ করা। সেইসঙ্গে যোগ হয়েছে নার্স শামসুন্নাহারের অকালমৃত্যুতে ক্ষতিপূরণ এবং দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তি। এই তিন দফা দাবিতে সরকারি কর্মচারী সমন্বয় পরিষদ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় শাখা আজ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে মিছিল ও সমাবেশ করবে।

সূত্র জানায়, কর্মচারীদের আন্দোলনের মুখে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ উপাচার্য অফিসে আসছেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের অচলাবস্থা নিরসনে নতুন উপাচার্য, দুজন উপ-উপাচার্য ও একজন ট্রেজারার নিয়োগের ব্যাপারে সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনা চলছে। আজ-কালের মধ্যে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হতে পারে। বঙ্গবন্ধু শেখ

বঙ্গবন্ধু : পৃষ্ঠা : ১৫ কলাম : ৩

বঙ্গবন্ধু : ভার্সিটি

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় চিকিৎসক পরিষদের সভাপতি ডা. এমএ আজিজ যুগান্তরকে বলেছেন, সরকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করার কোন সিদ্ধান্ত যদি গ্রহণ করে তবে তার বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন গড়ে তুলবেন। সরকারি কর্মচারী সমন্বয় পরিষদের নেতা আবুল কাসেম জানান, সাবেক আইপিজিএমআর বা পিজি হাসপাতাল চালু না করে এবং কর্মচারীদের দাবির প্রতি কর্ণপাত না করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পর্যায়ে নতুন নিয়োগ দেয়া হলে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা তা মেনে নেবে না।